প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

০১। প্রত্যক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের কাজে ৪০টি প্রশাসনিক দপ্তর সম্পৃক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল নিম্নোক্ত ৩১টি দপ্তর ঃ

০১। কর অঞ্চল-১, ঢাকা
০২। কর অঞ্চল-২, ঢাকা
০৩। কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
০৪। কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
০৫। কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
০৬। কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
০৭। কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
০৮। কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
০৯। কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
১০। কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
১১। কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
১২। কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
১৩। কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
১৪। কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
১৫। কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
১৬। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), ঢাকা
১৭। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা
১৮। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
১৯। কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
২০। কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
২১। কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
২২। কর অঞ্চল- রাজশাহী
২৩। কর অঞ্চল- খুলনা
২৪। কর অঞ্চল- বরিশাল
২৫। কর অঞ্চল- রংপুর
২৬। কর অঞ্চল- সিলেট
২৭। কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ
২৮। কর অঞ্চল- কুমিল্লা
২৯। কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ
৩০। কর অঞ্চল- গাজীপুর
৩১। কর অঞ্চল- বগুড়া

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা রাজস্ব আহরণ ও জরীপ উভয় প্রকার কাজই সম্পাদন করে থাকে। রাজস্ব সংগ্রহকারী ৩১টি প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে ১৭টি ঢাকায়, ৪টি চট্টগ্রামে, ১টি রাজশাহীতে, ১টি খুলনায়, ১টি বরিশালে, ১টি রংপুরে, ১টি সিলেটে, ১টি নারায়ণগঞ্জে, ১টি কুমিল্লায়, ১টি ময়মনসিংহে, ১টি গাজীপুরে এবং ১টি বগুড়ায় অবস্থিত।

নিম্নোক্ত ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনায়, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এবং ১টি পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছেঃ

৩২। কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা
৩৩। কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা
৩৪। কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা
৩৫। কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬। কর আপীল অঞ্চল- চট্টগ্রাম
৩৭। কর আপীল অঞ্চল- খুলনা
৩৮। কর আপীল অঞ্চল- রাজশাহী
৩৯। কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা
৪০। কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা

এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে সারাদেশে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর মোট ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ কার্যকর আছে।

০২। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

প্রত্যক্ষ কর

প্রত্যক্ষ করের রাজস্বের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণ সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা হলো ঃ
আয়কর, ভ্রমণ কর ও অন্যান্য কর।

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মূল লক্ষ্যমাত্রা ৭৩,৩৬৮.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ৫২,৩৪৭.২৯ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৪০.১৬%।
- পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬৪,০০০.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (৫২,৩৪৭.২৯) কোটি টাকার তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ২২.২৬%। অর্থাৎ সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রার (১,৮৫,০০০ কোটি টাকা) ৩৪.৫৯%।
- তন্মধ্যে কেবল আয়কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২,৮০০.০০ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (১,৮৫,০০০.০০ কোটি টাকা) ৩৩.৯৫ শতাংশ এবং প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার (৬৪,০০০.০০ কোটি টাকা) ৯৮.১৩ শতাংশ। (লেখচিত্র-১২)।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী যথাক্রমে সারণী ২৫ ও ২৬ এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের বিপরীতে আহরণ হয়েছে ৫৩,৮১২.১৫ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের (১,৭১,৬৫৬.৪৪) ৩১.৩৫%। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার ৮৪.০৮% অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ২.৮০%।

কেবলমাত্র আয়কর খাতে মোট আহরণ হয়েছে ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা, যা আয়করের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০,০৪৫.০৭ কোটি টাকা কম বা ১৬.০০ শতাংশ কম অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৪.০০ শতাংশ। বিগত (২০১৫-১৬ অর্থবছর) বছরের আয়কর খাতে আহরণের (৫১,৩২৮.৯২ কোটি টাকা) তুলনায় এ আহরণ ১,৪২৬.০১ কোটি টাকা বা ২.৭৮ শতাংশ বেশী (সারণী-১৬) এবং আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর খাতে আহরণকৃত মোট রাজস্বের (১,৭১,৬৫৬.৪৪ কোটি টাকা) ৩০.৭৩ শতাংশ (সারণী-৮) ও আহরণকৃত মোট প্রত্যক্ষ করের (৫৩,৮১২.১৫ কোটি টাকা) ৯৮.০৪ শতাংশ (লেখচিত্র-১৩)।

লেখচিত্র-১২ ঃ প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রায় বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

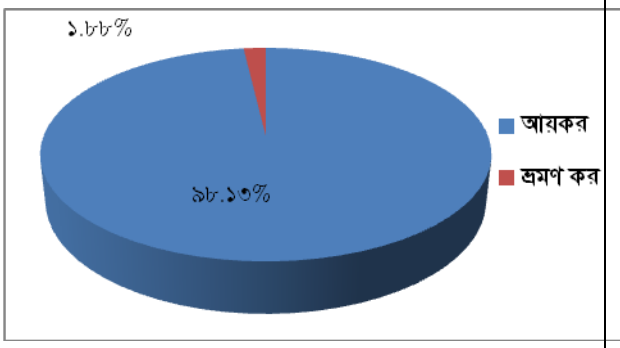

লেখচিত্র-১৩ ঃ আহরণকৃত প্রত্যক্ষ করে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

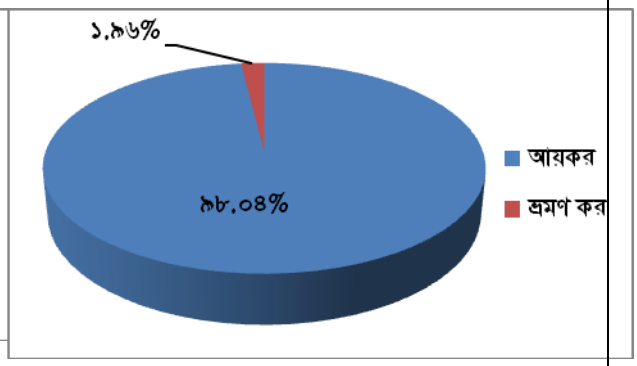

বৈদেশিক ভ্রমণ কর

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও অন্যান্য করখাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,২০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১,০৫৭.২২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৮.১০ শতাংশ (সারণী-৭)। এ আহরণ বিগত অর্থবছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ১০১৮.৩৭ কোটি টাকা) তুলনায় ৩৮.৮৫ কোটি টাকা বা ৩.৮১ শতাংশ বেশী (সারণী-১২)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বৈদেশিক ভ্রমণ করের কর অঞ্চলভিত্তিক মাসওয়ারী আহরণ সারণী-২৭ এ দেখানো হয়েছে।

আয়করের দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব (ক্রম লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে)

- আয়করের দপ্তরসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা, আহরণের পরিমাণ এবং মোট আহরণের অংশ হিসেবে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)। সারা দেশের বড় বড় কোম্পানী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করদাতাদের কর প্রদান/আহরণ একটি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) গঠন করা হয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ দপ্তর ১৫,২১০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ১৩,৮২৫.০০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯০.৮৯ শতাংশ। LTU কর্তৃক আহরণকৃত আয়কর মোট আহরণকৃত আয়করের ২৫.৬৯ শতাংশ (সারণী-৩০)।
- এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কর অঞ্চল-১, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ৭,৪০৫.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৬,৫৫৯.৭০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৮.৫৮ শতাংশ। এ রাজস্ব আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ১২.১৯ শতাংশ।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কর অঞ্চল-২, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ১১,৯০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,৪০৪.২৯ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮,৪৯৫.৭১ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ২৮.৬১ শতাংশ। এ রাজস্ব, আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ৬.৩৩ শতাংশ।
- আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৪ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তথ্য (ভ্রমন করসহ) সারণী-২৬ এবং কর অঞ্চলভিত্তিক মাসিক রাজস্ব আহরণ তথ্য (ভ্রমণ করসহ) সারণী-২৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪ ঃ আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ

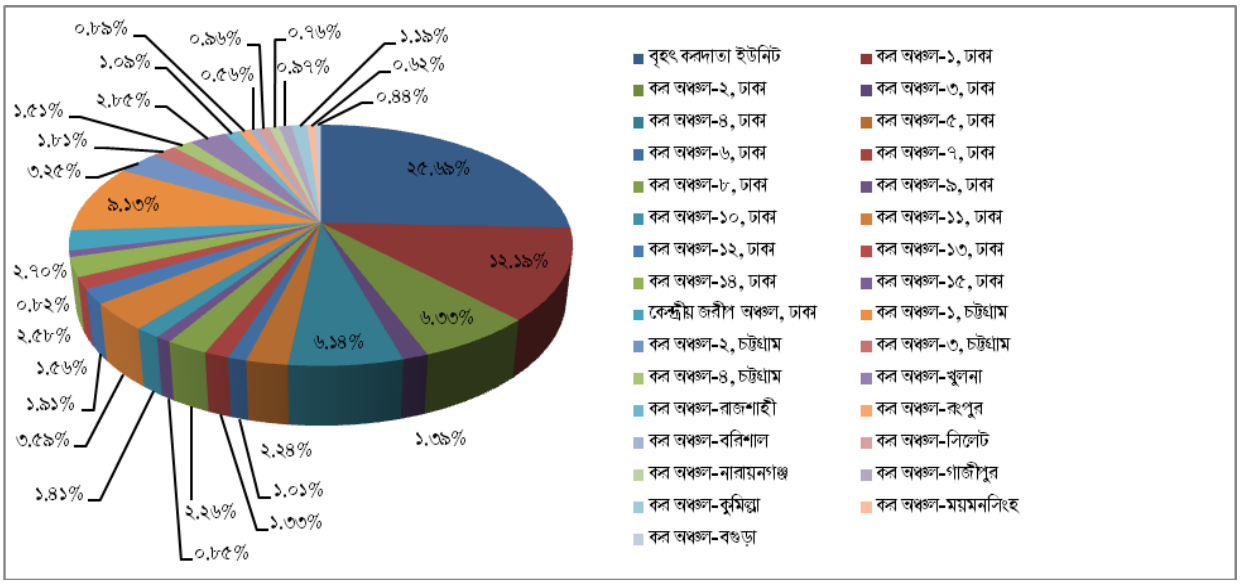

০৩। গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট আয়কর আহরণ হয়েছে ৫২,৭৭৯.৫১ কোটি টাকা। ফেরত প্রদান করা হয়েছে ২৪.৫৮ কোটি টাকা। নীট আহরণ হয়েছে ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা। কর অঞ্চলভিত্তিক গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ সারণী-৩১ এ দেখানো হয়েছে।

০৪। কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে। এর পরিমাণ ৩১,৯৮৭.৬০ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১২,৩০১.৪৮ কোটি টাকা।
- তৃতীয় সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৪২১৪.৯০ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ তথ্য সারণী-৩২ এ এবং আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৫ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৫ঃ আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণের অংশ

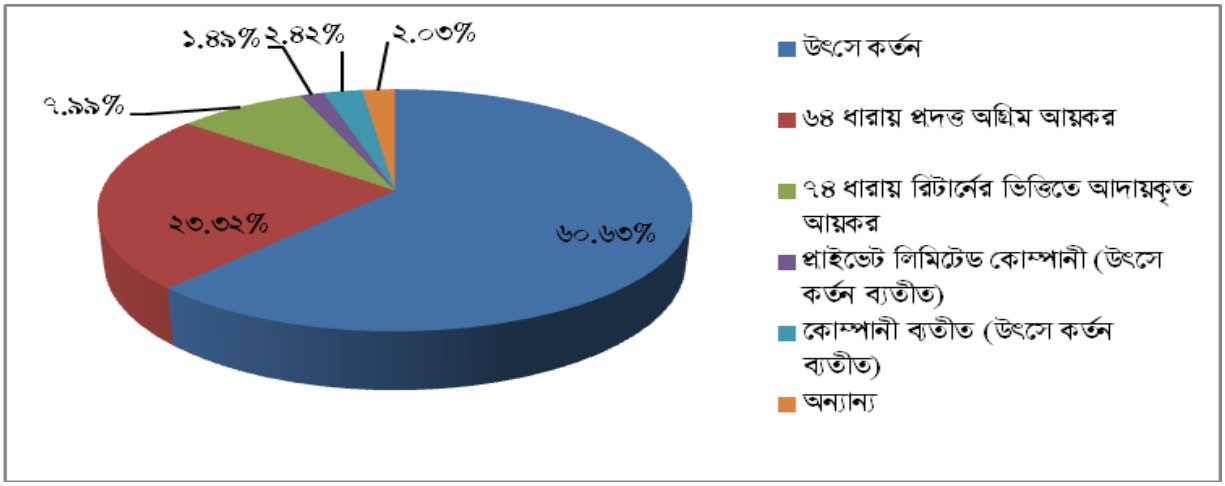

ক) উৎসে আয়কর কর্তন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণকৃত ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৩১,৯৮৭.৬০ কোটি টাকা উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে আহরণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট আহরণকৃত আয়করের ৬০.৬৩ শতাংশ আহরণ হয়েছে উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও মোট উৎসে কর কর্তনের শতকরা অংশ সারণী-৩৩ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে কন্ট্রাক্টর/সাব কন্ট্রাক্টর প্রদত্ত রাজস্ব হতে, যার পরিমাণ ৬,৭৪৭.৪৫ কোটি টাকা। এর পরই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ আহরণ হয়েছে আমদানিকারক থেকে, যার পরিমাণ ৬,৩৮২.১৬ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে আছে সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের সুদ থেকে আহরণকৃত ৫,৪৫৪.৩১ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎসে আয়কর আহরণ করেছে কর অঞ্চল -১, ঢাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের কর অঞ্চলভিত্তিক উৎসে আয়কর আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

খ) ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণকৃত ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১২,৩০১.৪৮ কোটি টাকা এবং ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৪,২১৪.৯০ কোটি টাকা, যা এই অর্থবছরে আহরণকৃত মোট আয়করের যথাক্রমে ২৩.৩২ শতাংশ এবং ৭.৯৯ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর এর তথ্য সারণী-৩৭ এ দেখানো হয়েছে।

গ) কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য আয়কর আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে নীট আহরণকৃত ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে কোম্পানী হতে আহরণ হয়েছে ৩১,৮৩৫.১০ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৬০.৩৫ শতাংশ এবং কোম্পানী ব্যতীত আহরণ হয়েছে ২০,৯১৯.৯৩ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৩৯.৬৫ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত আয়কর আহরণের পরিমাণ ও আহরণকৃত মোট আয়করের অংশ সারণী-৩৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৫। বকেয়া আয়কর ও আদায়কৃত বকেয়া আয়কর

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বকেয়া আয়করের পরিমাণ ছিল ১৫,১৬৮.২৮ কোটি টাকা এবং বকেয়া আয়কর হতে আদায় হয়েছে ৩,২১৭.১৩ কোটি টাকা। সর্বাধিক বকেয়া আয়কর ১,২৭১.০০ কোটি টাকা আদায় করেছে কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক বকেয়া আয়করের পরিমাণ ও আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

০৬। আয়কর দাবী ও আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয়কর দাবীর মোট পরিমাণ ২৮,৮২৯.৮৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বকেয়া দাবীর পরিমাণ ছিল ১৯,৫৮২.৫৪ কোটি টাকা এবং সৃষ্ট চলতি দাবীর পরিমাণ ৯,২৪৭.৩৩ কোটি টাকা। আপীল রিভিশনের মাধ্যমে দাবী কমানোর পরিমাণ ৫,০২১.৫২ কোটি টাকা এবং স্থগিত দাবীর পরিমাণ ১২,৩৪৩.৪৭ কোটি টাকা । আহরণযোগ্য দাবীর পরিমাণ ১১,৪৬৪.৮৮ কোটি টাকা। মোট দাবীর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণ হয়েছে ৩,৫৬১.৪৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২,০৪২.৫১ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে বকেয়া দাবী থেকে এবং ১,৫১৮.৯৮ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে চলতি দাবী থেকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর দাবী ও দাবী আহরণের পরিমাণ সারণী-৪০ এ দেখানো হয়েছে।

০৭। আয়কর মামলা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের মামলার তথ্যাদি (আয়ের শ্রেণীর ভিত্তিতে কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত মামলার সংখ্যা ও নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা, পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী মামলার সংখ্যা, বৈতনিক মামলা ও স্বনির্ধারণী মামলার সংখ্যা) সারণী-৪১ থেকে ৪৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৮। কর আপীল কার্যক্রম

অঞ্চলভিত্তিক ৭টি কর আপীল কার্যালয় কর আপীল (নিষ্পত্তি) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৪,৪৮০ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৮১৫.৬৬ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ১৭,৭৯৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৯,৬২২.১০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মামলার মোট সংখ্যা ২২,২৭৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪৩,৪৩৭.৭৬ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে নিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ১৭,২৬৭ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩৮,১৭৪.৮০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৫,০০৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৫,২৬২.৯৬ কোটি টাকা । ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর আপীল অঞ্চলভিত্তিক তথ্যাদি সারণী-৪৯ এ দেখানো হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৭,৬২৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২,৬২৬.৩৭ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৭,০১৭ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৫৭২.৫৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৯ টি বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৭,৪০৫ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২,৮৯৮.৩৮ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৬,৭০৪ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২,৬৩৯.৮১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২,৩০৪ টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৮২৭.৩১ কোটি টাকা (সারণী-৫০)।

০৯। আয়করদাতার সংখ্যা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয়করদাতার মোট সংখ্যা ছিল ৩১,১৩,৩৩০ জন। তন্মধ্যে কোম্পানী করদাতার সংখ্যা ৭৫,১৪৪ জন, বৈতনিক করদাতার সংখ্যা ৯,১১,০৭২ জন এবং কোম্পানী ও বৈতনিক ব্যতীত করদাতার সংখ্যা ২১,২৭,১১৪ জন (সারণী-৫১)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয়ের ধাপভিত্তিক আয়করদাতার সংখ্যা সারণী-৫৩ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে Section 45, 46, 46A এর অধীন কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ১৫৩ এবং কর অবকাশের সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯৫০.০০ কোটি টাকা এবং SRO এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৬১ এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭৪.০০ কোটি টাকা (সারণী-৫৪)।

১০। দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি

২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ৩৩ টি দেশের দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেসব দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সব দেশের নাম ও চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ সারণী-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

১১। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয়

আয়কর এবং অন্যান্য করখাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৫৩,৮১২.১৫ কোটি টাকা এবং এ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪০২.৪০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ করখাতে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৭৫ টাকা [সারণী-২৩]।

১২। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যে সব প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করেছে তার মধ্যে আছে সহকারী কর কমিশনারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) এবং বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স। বিসিএস (কর) একাডেমি অন্যান্য যে সব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের আয়কর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স-২, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-ফাইলিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট প্রণয়নের নিমিত্ত iBAS++ মডিউলে বাজেট এন্ট্রির লক্ষ্যে User ID Ges Password প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সদ্য যোগদানকৃত কর পরিদর্শকগণের (০২) দুই মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৬৯১ জন প্রশিক্ষণার্থী এই একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সারণী-৫৬)।

১৩। কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তালিকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০১-০৭-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৫৭ এ দেখানো হয়েছে।

১৪। সম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আহরণ সংক্রান্ত

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পদের ভিত্তিতে আহরণকৃত সারচার্জ এর কর অঞ্চলভিত্তিক তালিকা এবং পরিমাণ ৪৪৩১.৮৮ কোটি টাকা যা সারণী-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

১৫। রিটার্ন দাখিলের তথ্য সংক্রান্ত

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক রিটার্ন দাখিলের তথ্য এবং রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৫৯ ও সারণী-৬০ এ দেখানো হয়েছে।

১৬। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল কর্তৃক বিভিন্ন খাতের আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিআরটিএ, সম্পত্তি হস্তান্তরকালীন উৎসে কর্তিত আয়কর, ৬৪ ধারা, ৭৪ ধারা ও অন্যান্য খাতে ১,৫৩০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১,৪৫১.০০ কোটি টাকা যা সারণী -৬১ এ দেখানো হয়েছে।

১৭। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ছিল ২৮১টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ২৫৭টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ২,৩৭৬.১০ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ৮১৩.৩৬ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল

৩১৮.৫১ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ১৯১টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৬৭টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ৪,৬১৫.৭৭ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ২,৪০৭.৫০ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৯১৫.৩১ কোটি টাকা, যা সারণী ৬২ তে দেখানো হয়েছে।

১৮। কর অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেলসমূহের সংখ্যা

মোট ৩১টি কর অঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকাতে শূন্য এবং কেন্দ্রীয় কর অঞ্চল, ঢাকাতে ৫টি পরিদর্শী রেঞ্জ ও ১১টি সার্কেল রয়েছে। এছাড়া বাকী ২৯টি কর অঞ্চলের প্রতিটিতে ০৪ পরিদর্শী রেঞ্জ ও এর আওতায় ২২টি সার্কেল রয়েছে। মোট ৩১টি কর অঞ্চলের সর্বমোট পরিদর্শী রেঞ্জ ১২১টি এবং সার্কেল ৬৪৯টি রয়েছে, যা সারণী-৬৩ এ দেখনো হয়েছে।

০২। পরোক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

পরোক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় নিম্নলিখিত ২৭টি দপ্তর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরোক্ষ কর আহরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল ঃ

১) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
২) কাস্টম হাউস, বেনাপোল
৩) কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৪) কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা
৫) কাস্টম হাউস, মোংলা
৬) কাস্টম হাউস, পানগাঁও
৭) কাস্টম্‌স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
৮) কাস্টমস্‌ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
৯) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট), ঢাকা
১০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা

১১) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা
১২) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা
১৩) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা
১৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
১৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা
১৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী
১৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর
১৮) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা
১৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট
২০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
২১) শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা
২২) নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা
২৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
২৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০১
২৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০২
২৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
২৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, খুলনা
২৮) শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা
২৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম
৩০) স্থায়ী প্রতিনিধির দপ্তর, ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম।

উপরের দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রথম ২০টি সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট এর অধীন রয়েছে এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশন। তবে সকল কাস্টমস স্টেশন কার্যকর নেই। ঘোষিত কাস্টমস স্টেশনের সংখ্যা ৭৬টি। এর মধ্যে ৪০টি কার্যকর আছে এবং অকার্যকর রয়েছে ৩৬টি। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

০২। আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব

লক্ষ্যমাত্রা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫,৬৭০.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত অর্থবছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (৪৫,১৯৯.০১ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২৩.১৭%। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৫৫,০০০.০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (৪৫,১৯৯.০১ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২১.৬৮%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তথ্য যথাক্রমে সারণী-৬৪ ও ৬৪ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরিত হয়েছে ৫৪,২৮১.৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা (৫৫,০০০.০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ৭১৮.১৩ কোটি টাকা কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৮.৬৯ শতাংশ (সারণী- ৬৪ ক)। এ আহরণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আহরণ ৪৫,১৯৯.০১ কোটি টাকা থেকে ৯,০৮২.৮৬ কোটি টাকা বা ২০.০৯ শতাংশ বেশী এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (১,৭১,৬৫৬.৪৪ কোটি টাকা) ২৬.৩৩ শতাংশ ও আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের (১,১৭,৮৪৪.২৯ কোটি টাকা) ৪৬.০৬ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- আমদানি পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। ৩৬,৭০৫.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ কাস্টম হাউস আহরণ করেছে ৩৬,৬৫৭.০৫ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তা ৪৭.৯৫ কোটি টাকা কম । লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৯.৮৭ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬৭.৫৩ শতাংশ এবং আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের ৩৩.১৫ শতাংশ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৩১.৬২ শতাংশ।
- দ্বিতীয় স্থানে আছে কাস্টম হাউস, বেনাপোল। এ কাস্টম হাউস ৩,৮১২ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,৮১৪.৩৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৩৪ কোটি টাকা বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.০৬ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৭.০৩ শতাংশ।
- আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে কাস্টম হাউস, ঢাকা। এ কাস্টম হাউস ৩,৫৭০.০১ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,১৩৮.২৮ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৩১.৭৩ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৭.৯১ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫.৭৮ শতাংশ। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৬৪ ও ৬৪(ক) এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৬ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৬ ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক অংশ

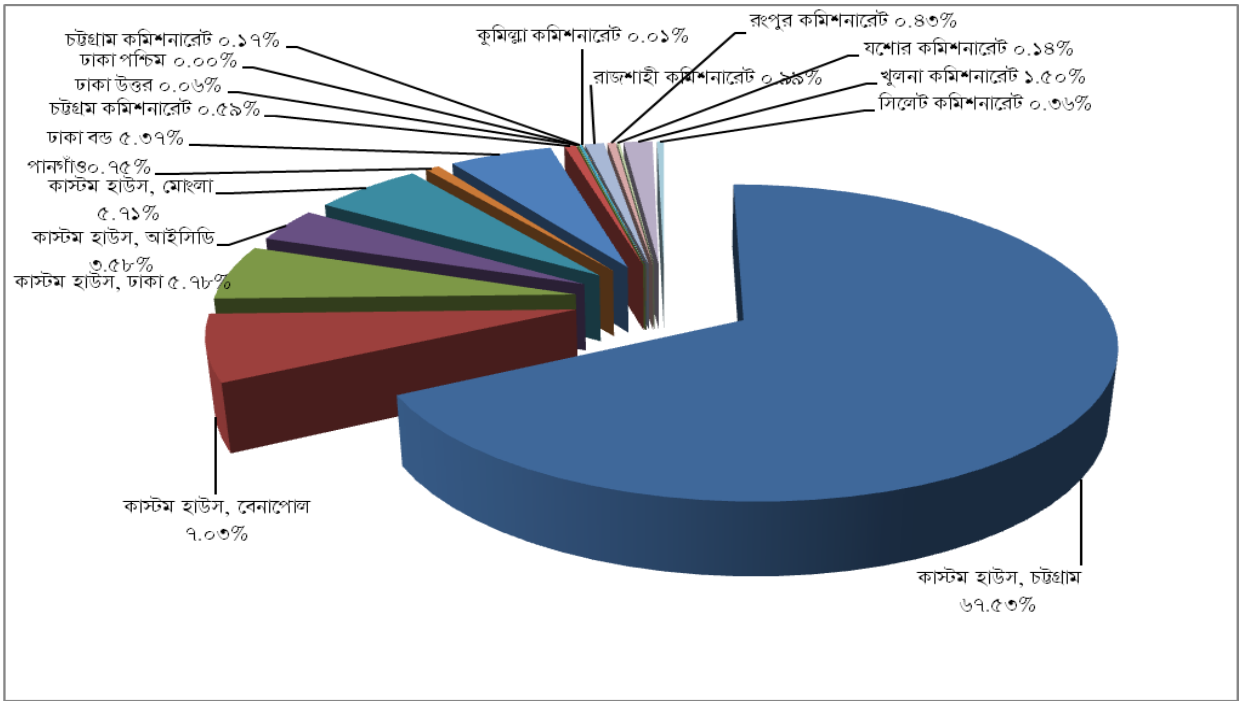

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫৫,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১,৩২৬.৩১ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫,৯৭২.৪৩ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,৬৭৮.১৫ কোটি টাকা এবং রপ্তানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩.১১ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৫৪,২৮১.৮৭ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ২১০৬৯.১৯ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর খাতে আহরণ হয়েছে ২৫,৫৬১.০৯ কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৭,৬২৮.৮৯ কোটি টাকা এবং রপ্তানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ২২.৭০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার ও মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার যথাক্রমে লেখচিত্র-১৭ ও লেখচিত্র-১৮ তে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৭ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

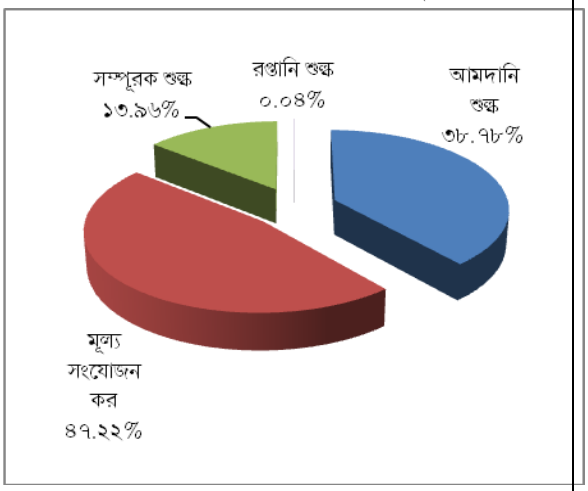

লেখচিত্র-১৮ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

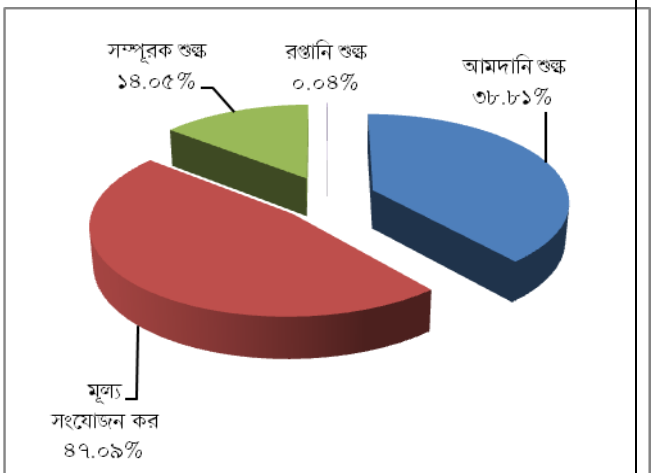

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট ভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে আহরণের পার্থক্যের (হ্রাস/বৃদ্ধি) তথ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক কেবল আমদানি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, রপ্তানি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য যথাক্রমে সারণী- ৬৫ থেকে ৭১ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত কিন্তু আমদানি শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন করাদি/ফি

আমদানি পর্যায়ের শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কর/ফি আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ ধরনের করাদি ও ফি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১১,০৮৭.২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ৬,৩৫৮.০৪ কোটি টাকা, অগ্রিম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ৪,৩৭৬.৯০ কোটি টাকা, সি এন্ড এফ ভ্যাট ১৪১.৪০ কোটি টাকা এবং সি এন্ড এফ অগ্রিম আয়কর ২১০.৮৫ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী-৭২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ৬,০৪,৪২৯.০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ৫,০২,৮৯৪.৭০ কোটি টাকা এবং শুল্ক-মুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ১,০১,৫৩৪.৩৬ কোটি টাকা।
- শুল্ক-কর প্রদেয় অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে সাধারণ আমদানি, দেশে ব্যবহারের জন্য বন্ডের মাধ্যমে আমদানি, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক আমদানি এবং অন্যান্য। আইন অথবা এস.আর.ও দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যকে শুল্ক-মুক্ত পণ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- শুল্ক-কর প্রদেয় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ আমদানি ২,৪১,৮৫১.৮৬ কোটি টাকা মূল্যের, হোম কনজামশনের জন্য বন্ডে আমদানি ২৪,২৮২.৩৮ কোটি টাকা মূল্যের, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি ১,৫০,১২৭.০০ কোটি টাকা মূল্যের, ইপিজেডে অবস্হিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি ৩৮,৫৪৮.৯২ কোটি টাকা মূল্যের এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক আমদানিকৃত ২৪৭.৯৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য।

- আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্যের ৮৩.২০ শতাংশ শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্কযুক্ত পণ্য এবং ১৬.৭৯ শতাংশ শুল্কমুক্ত পণ্য। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটের শুল্কযুক্ত পণ্য এবং শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানির পরিসংখ্যান সারণী ৭৪ এ দেখানো হয়েছে।

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শূণ্যহার বা শুল্ক-মুক্ত পণ্য সর্বাধিক মূল্যের আমদানি হয়েছে যার মূল্য ১,০৬,২৯৪.৯৬ কোটি টাকা।
- মূল্যের দিক থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৫০,৯৫২.৩০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ১% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৪৩,৪৮.১১ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে, যার মূল্য ৩১,৩৯৬.৬০ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২২,৬৫৫.২২ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে এবং তৃতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে।

- ৫% ও ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,৭২১.০৩ কোটি টাকা এবং ৯,০০৮.৫৬ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন শুল্কহারে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৭৫ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত মুখ্য পণ্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত মুখ্য পণ্যের তালিকায় রয়েছে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন, তেল ও বিটুমিন; বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে -

- সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে রেল ইঞ্জিন, গাড়ী সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও অন্যান্য যানবাহন খাত থেকে। এর পরিমাণ ৭,৭৮৯.১৮ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রাকৃতিক জ্বালানি, তেল ও বিটুমিন। এর থেকে আহরণ হয়েছে ৫,৭০৫.৮৯ কোটি টাকা।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জাতীয় পণ্য থেকে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৪,৭৬৬.৯৫ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পণ্যভিত্তিক আমদানি মূল্য, আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের বাজেটারী বিবরণী সারণী-৭৬ তে দেখানো হয়েছে এবং আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর আহরণের দিক থেকে প্রধান খাতসমূহের অবদান সারণী-৭৮(ক) তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য বিদেশ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে চাল, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, চিনি, গুঁড়া দুধ, পেঁয়াজ, রসুন , আদা, জিরাসহ বিভিন্ন ধরনের মসলা, আলু, টমেটো উল্লেখযোগ্য।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ১,০১,৭২,৪৫৩.৮৯ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ৩৩,৬১১.৩০ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমদানিকৃত এ ধরনের পণ্যের পরিমাণ ছিল ৪৭,৫৭,৭০৪.৫৭ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ছিল ২৩,৩৯৪.০১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৫৪,১৪,৭৪৯.৩২ মেট্রিক টন বা ১১৩.৮১ শতাংশ বেশি এবং আমদানি মূল্য ১০,২১৭.২৯ কোটি টাকা বা ৪৩.৩৭ শতাংশ বেশি হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছর এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ও মূল্য সারণী-৭৭ তে দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বমোট মূল্য ৫,৮৬,৩০২.৬৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের মোট রপ্তানি মূল্য ২,১৯,২৯১.৬৬ কোটি টাকার চেয়ে ৩,৬৭,০১১.০১ কোটি টাকা বেশী।
- দেশের সর্বাধিক রপ্তানি (মোট রপ্তানির ৮৯.০৮ শতাংশ) সম্পন্ন হয় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৪.০৫ শতাংশ)
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৩.৬০ শতাংশ)।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যে সব পণ্য রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে সর্বাধিক।
- মোট রপ্তানি মূল্যের ৪৪.৫২ শতাংশ তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে। তৈরী পোষাকের মধ্যে ওভেন তৈরী পোষাক মোট রপ্তানির মূল্যের ৩৬.০৪ শতাংশ এবং নীটেড তৈরী পোষাক মোট রপ্তানি মূল্যের ৮.৪৭ শতাংশ।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মাছ (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.৫৪ শতাংশ)।

- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে নীটেড ফেব্রিকস (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.৪৬ শতাংশ)।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৭৮ তে, মুখ্য কয়েকটি রপ্তানি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যের তথ্য সারণী-৭৯ তে এবং রপ্তানি শুল্ক আহরণকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব সারণী-৭৯ (ক) তে দেখানো হয়েছে।

বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা

আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের কার্যক্রমের পরিমাণ নির্ধারণের প্রধান নির্দেশক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১২,৪৫,৯৫০ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১২,২৯,৪৫৯ টি। অপরদিকে দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১৩,৪৪,৯৫৮ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১৩,০৬,৬৬০ টি।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিল অব এন্ট্রির দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০,৮৫,৪৩৪ টি ও ১০,৮৫,৮৪৫ টি এবং বিল অব এক্সপোর্টের দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২,৯৮,৯৩৬ টি ও ১২,৫৭,৭২৫ টি।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৬০,৫১৬ টি বিল অব এন্ট্রি বেশি দাখিল হয়েছে অর্থাৎ বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সংখ্যা ১৪.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বিল অব এন্ট্রি খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৪৩,৬১৪ অর্থাৎ ১৩.২২ শতাংশ।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বিল এক্সপোর্টের সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬,০২২ টি অর্থাৎ ৩.৫৪ শতাংশ এবং বিল এক্সপোর্ট খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮,৯৩৫ টি অর্থাৎ ৩.৮৯ শতাংশ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা সারণী-৮০ তে দেখানো হয়েছে।

আগত যাত্রী ও বহির্গামী যাত্রী

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেট এর মাধ্যমে আগত যাত্রীর সংখ্যা ৫০,৯১,৬৩৮ জন এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ৫৩,২১,৯১৭ জন।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আগত এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৩,০১,৫০৯ ও ৪৪,০৬,১২৭ জন।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগত যাত্রী ৭,৯০,১২৯ জন বা ১৮.৩৬ শতাংশ বেশী এবং বহির্গামী যাত্রী ৯,১৫,৭৯০ জন বা ২০.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছর ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮১ তে এবং মাসভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ও সংগৃহীত রাজস্ব

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ৮১.৩৫ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৮১.৯৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-করাদির পরিমাণ ৬৯.৫৩ কোটি টাকা এবং অর্থদন্ড/জরিমানার পরিমাণ ১২.৪৬ কোটি টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ৯৯.৭৩ কোটি টাকা থেকে ১৮.৩৮ কোটি টাকা বা ১৮.৪৩ শতাংশ কম এবং ব্যাগেজ থেকে

আহরণকৃত রাজস্ব ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আহরণকৃত রাজস্ব ১০৭.৩৫ কোটি টাকা থেকে ২৫.৩৬ কোটি টাকা বা ২৩.৬২ শতাংশ কম।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্য মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী- ৮৩ তে এবং মাসভিত্তিক তথ্য সারণী- ৮৪ তে দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত আটক মামলা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন আটককারী সংস্থা এবং কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত কাস্টমস্ সংক্রান্ত আটক মামলার সংখ্যা ১১,১১৭ টি এবং আটককৃত পণ্যের মূল্য ৫,১৮১.০৫ কোটি টাকা । কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক আটক মামলার সংখ্যা ও আটককৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৮৫ এ দেখানো হয়েছে।
- উল্লিখিত আটক মামলার মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৯,০১৫ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৪,৯৩২.৫২ কোটি টাকা।
- কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ২,১০২ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ২৪৮.৫৩ কোটি টাকা।
- কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক আটক ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমস্ সংক্রান্ত মামলার তথ্য সারণী-৮৬ তে দেখানো হয়েছে। কাস্টমস্ ডিউটি বা মূল্য সংযোজন কর নির্বিশেষে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আটককৃত প্রধান কয়েকটি আটক পণ্যের (মূল্যভিত্তিক) তথ্য এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণ, রৌপ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ সারণী-৮৯ ও ৯০ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস করিডোর সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাস্টমস করিডোরের মাধ্যমে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৪৫.২৬ কোটি টাকা। করিডোরের মাধ্যমে আগত গবাদিপশুর সংখ্যা ৯,০২,৪৫৭ টি।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯২.৯৫ কোটি টাকা এবং আগত গবাদিপশু সংখ্যা ছিল ১৮,৭৭,৭৭৮ টি।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পশু আমদানির সংখ্যা ৫১.৯৪ শতাংশ কম হয়েছে এবং রাজস্ব কম হয়েছে ৫১.৩০ শতাংশ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৮৮ এ দেখানো হয়েছে।

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য সারণী-৮৭ তে দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কাস্টমস (শুল্ক) সংক্রান্ত নিরীক্ষা করে থাকে। এ দপ্তরের অধীনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭৩ টি বিল অব এন্ট্রি নিরীক্ষা করে ২৯.৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে।

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯১ এ দেখানো হয়েছে।

নিলাম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা ২,৭০৮ টি এবং নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ৬৭.১১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৯২ এ দেখানো হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭,১৩৪.৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্ব ৩,৮৪০.৯১ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইবুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৭,১৩৪.৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মামলা ব্যতিত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৫৩৫.২২ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণকৃত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৮৯.৬০ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী-৯৩ এ দেখানো হয়েছে।

বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭,৯৭১ টি। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৭,৮৬৫ টি এবং ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১০৬টি।
- ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫,৬৪৮ টি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২,২১৭ টি।
- ইপিজেড (EPZ) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫৪৪ টি।
- ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৩৩ টি।
- হোম কনজাম্পসন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৬৫ টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩,৩৪২.৬৫ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আহরণকৃত ১,৬৩৯.৮১ কোটি টাকা থেকে ১৭০২.৮৪ কোটি টাকা বা ১০৩.৮৪ শতাংশ বেশী।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সংখ্যা সারণী-৯৪; ২০১৫-১৬ অর্থবছর ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্ব তথ্য সারণী-৯৫ এ এবং ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সারণী-৯৫(ক) এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯৬ এ দেখানো হয়েছে, এছাড়া কমিশনারেটের আওতাভুক্ত কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণী-৯৬(ক) এ দেখানো হয়েছে ।

স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ের রাজস্ব

স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা হলোঃ

- স্থানীয় পর্যায়ের মূসক
- স্থানীয় পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক
- টার্নওভার কর
- আবগারী শুল্ক

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৪,১১৪.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে পূর্ববর্তী বছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (৫৬,০৮০.৬৬ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৩২.১৬%।
- পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬৬,০০০.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৫-১৬ অর্থবছর) আহরণের (৫৬,০৮০.৬৬ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৬৯%।

  ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী সারণী-৯৭(ক) ও ৯৭(খ) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণ হয়েছে ৬৩,৫৬২.৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৬৬,০০০.০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ২,৪৩৭.৫৮ কোটি টাকা বা ৩.৬৯ শতাংশ কম আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৬.৭৬ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আহরণ ৫৬,০৮০.৬৬ কোটি টাকা থেকে ৭,৪৮১.৭৬ কোটি টাকা বা ১৩.৩৪ শতাংশ বেশী (সারণী - ১৬) এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (১,৫৩,৬২৬.৯৬ কোটি টাকা) ৪১.৩৭ শতাংশ (সারণী - ৮) ও মোট পরোক্ষ করের (১,০১,২৭৯.৬৭ কোটি টাকা) ৬২.৭৬ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) ঢাকা। এ দপ্তর ৩৬,১৮৪.৪০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩৫,৩৭৩.৩৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮১১.০৭ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৭.৭৬ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫৫.৬৫ শতাংশ এবং মোট পরোক্ষ করের ৩০.০২ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, চট্টগ্রাম। এ কমিশনারেট ৭,৯৩১.৩৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৭,০৮৮.৬৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৪২.৭৫ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৯.৩৭ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১১.১৫ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)। এ কমিশনারেট ৫,৫০৯.২৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৫,৪৯৯.৮৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ দপ্তর ৯.৪৫ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৯.৮৩ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৮.৬৫ শতাংশ।

  ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ৯৮ এ দেখানো হয়েছে এবং মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান লেখচিত্র - ১৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ১৯ ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান

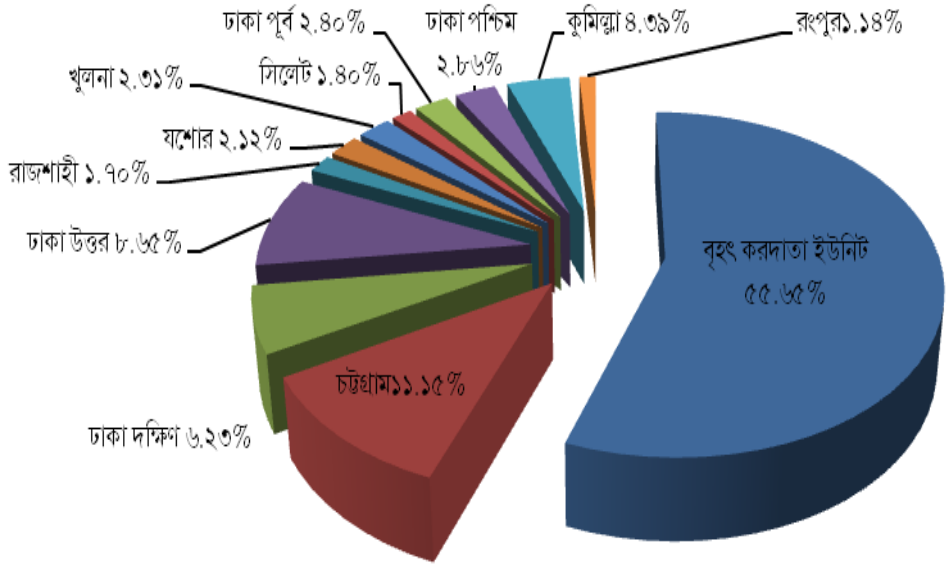

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৬৬,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ঃ

- আবগারি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ১,২১৮.০১ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন করের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৪২,৫৯০.৮৪ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্কের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ২২,১৮৪.৭০ কোটি;
- টার্নওভার কর এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪৫ কোটি টাকা।

স্থানীয় পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৬৩৫৬২.৪২ কোটি টাকার মধ্যে

- আবগারি শুল্ক আহরণ ১,৭৯০.৫১ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন কর আহরণ ৩৮,২৮৭.৭৬ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্ক আহরণ ২৩,৪৮১.৭০ কোটি টাকা;
- টার্নওভার কর আহরণ ২.৪৫ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২০ এ এবং মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ২০ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বে মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

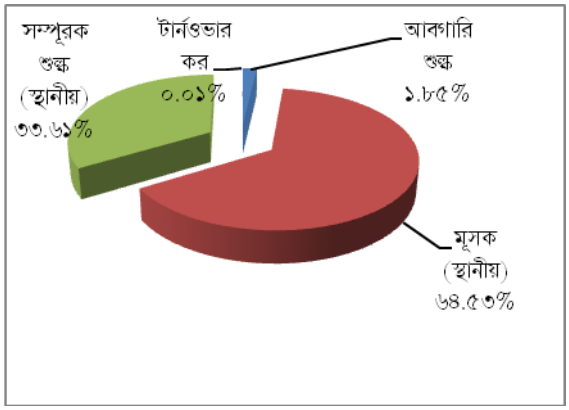

লেখচিত্র - ২১ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

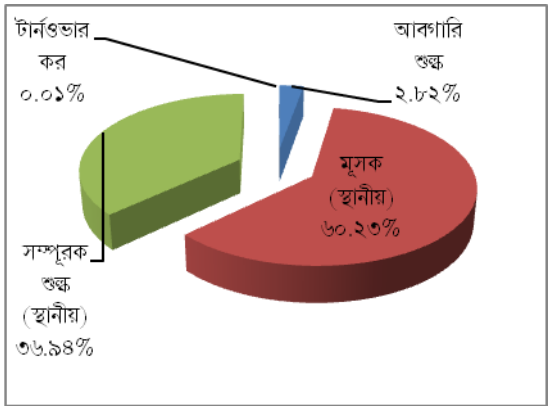

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ৯৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের খাতভিত্তিক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ১০০ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ১০১ এ, কমিশনারেটওয়ারী আবগারি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০২ এ, মূল্য সংযোজন করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৩ এ, সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৪ এ এবং টার্নওভার করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৫ এ দেখানো হয়েছে।

পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব ১৮,৬৫০.১৬ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সিগারেট থেকে।
- দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ট্রেড ভ্যাট, এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৬,২৪৩.৪১ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে সকল টেলিফোন ও সিমকাড এবং এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৪,৩০৭.৫১ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ২৬ টি পণ্য ও সেবা খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণের শতকরা হার সারণী - ১০৬ এ দেখানো হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের স্থানীয় পর্যায়ের প্রধান ১০টি পণ্য ও প্রধান ১০টি সেবা খাতে আহরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের পণ্য খাতের মোট আহরণের ও সেবা খাতের মোট আহরণের শতকরা হার যথাক্রমে সারণী - ১০৭ এ ও সারণী - ১০৮ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনারেটওয়ারী স্থানীয় পর্যায়ের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্কের পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ তথ্য সারণী - ১০৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন

কমিশনারেটের প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রধান ১০টি সেবা খাতের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১১১ এ দেখানো হয়েছে।

স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আইটেমওয়ারী কমিশনারেটওয়ারী আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে কমিশনারেট সমূহের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার ট্যাক্স এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাতে আইটেমওয়ারী আহরণ বিবরণী সারণী - ১০৯ এ এবং যে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান, কেবল সে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতসমূহের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক একত্রিত করে সারণী - ১১০(ক) ও সারণী - ১১০(খ) এ দেখানো হয়েছে।

উৎসে কর্তন

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তনের মোট পরিমাণ ছিল ১৫৭৩৯.৩২ কোটি টাকা, যা স্থানীয় পর্যায়ে মূসক খাতে মোট আহরণের (৩৭,৭১৯.৯০কোটি টাকা) ৪১.৭৩ শতাংশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট আহরণের (৬৩,৫৬২.৪২ কোটি টাকা) ২৪.৭৬ শতাংশ।
- উৎসে মূসক কর্তনের প্রধান ৫টি খাত হল নির্মাণ সংস্থা, অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি), যোগানদার, ইজারাদার ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- উক্ত খাতগুলির মধ্যে নির্মাণ সংস্থা খাতে আহরণ হয়েছে ৩,১৫৩.১০ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২১.৭৬ শতাংশ), অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) খাতে আহরণ হয়েছে ৪,৩৪৪.৪০ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৯.৯৬ শতাংশ), যোগানদার খাতে আহরণ হয়েছে ৩,৯৩৩.৩৩ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৭.১৪ শতাংশ), বিদ্যুৎ খাতে আহরণ হয়েছে ৪১১.৬১ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২.৮৪ শতাংশ) এবং ইজারাদার খাতে আহরণ হয়েছে ২৭৩.২৭ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ১.৮৯ শতাংশ)।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যেক কমিশনারেটের প্রধান ৫টি উৎসে মূসক কর্তনের খাতসহ মোট উৎসে কর্তনের পরিমাণ সারণী - ১১২ এ দেখানো হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কর্তৃপক্ষের অধীনে দায়েরকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৫,২৭৮টি। উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৬,৮৪৫.৪৫ কোটি টাকা এবং আরোপিত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ৮১০.১৯ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে অনিয়ম মামলার সংখ্যা ৪,০৫৪টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৭.৬৯ কোটি টাকা, করফাঁকি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৮১৯টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৬,৮১৭.২৮ কোটি টাকা এবং আটক মামলার সংখ্যা ৪০৫টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১০.৪৮ কোটি টাকা। মামলা সংশ্লিষ্ট মোট আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৮৪.৭৮ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে ফাঁকিকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৬৪.২০ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ২০.৫৭ কোটি টাকা (সারণী - ১১৩)।

প্রধান আটক পণ্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) সংশ্লিষ্ট আটক পণ্যের মধ্যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ২০১৬২ পিস, পলি ব্যাগ ৩৬,৩৮০ ডজন এবং এম এস রড ২১,৫৭০ কেজি ইত্যাদি প্রধান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আটক প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রত্যেক কমিশনারেট কর্তৃক আটককৃত প্রধান ১০টি পণ্যের বিবরণী যথাক্রমে সারণী - ১১৪ এ ও সারণী - ১১৫ এ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৭টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৯৪টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ১০টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৩টি।

- উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১,৬৯৪ কোটি টাকা। ১,৬৪২ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, ১ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ৫১ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আহরণকৃত রাজস্ব ৯ কোটি টাকার মধ্যে ৮ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ১ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক নিরীক্ষা তথ্য সারণী - ১১৬ এ দেখানো হয়েছে।
- এছাড়া মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উদঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী - ১১৭ এ দেখানো হয়েছে ।

বকেয়া রাজস্ব

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪০,১৬০.০৭ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৬,২৭০.১৬ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছর থেকে ৬,১১০.০৯ কোটি টাকা বা ১৫.২১ শতাংশ বেশি।
- এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ২০,৮৫৩.৬৬ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৯৫৩.১০ কোটি টাকা।
- মামলা নেই এমন বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০,৩১৭.০৬ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী - ১১৮ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ এবং কমিশনারেটসমূহের বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ও সারণী - ১১৯ ও সারণী - ১১৯(ক) ও ১১৯(খ) এ দেখানো হয়েছে ।

নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের সংখ্যা ৮,০৮,৮১৮টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৫৮,৬৯৩টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৪,৬১,৭৩৭টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ২,৮৮,৩৮৮টি। এছাড়া টার্নওভার কর এবং কুটির শিল্পে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮,৩৩৬টি ও ৪২৬টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধন বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪,০২৭টি, যার মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ২,৬৬২টি, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৭,৬৩৭টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৩,৭২৮টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৩১০টি তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১,২৯৭টি টার্ণওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (নিবন্ধিত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮৩,৬৪৮টি, এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১,৩৯৮টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৯,৫১১টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২,৭৩৯টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (তালিকাভুক্ত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,১০৭টি, এর মধ্যে টার্নওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ১,১০৬টি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ১টি।
- ২০১৬-১৭অর্থবছরের নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১২০ এ দেখানো হয়েছে।

প্রত্যর্পণ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানির বিপরীতে মোট ১৪৩.০৫ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যপর্ণকৃত অর্থের সম্পূর্ণটাই শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে ।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিশোধিত ৯৬.৭২ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৬.৩৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪৭.৯০ শতাংশ বেশি প্রত্যর্পণ পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রত্যর্পণ পরিশোধের বিবরণ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিশোধিত প্রত্যর্পণের প্রধান ১০ (দশ) টি পণ্য/সেবা খাতের নাম ও প্রত্যর্পণের পরিমাণ সারণী - ১২১(ক) ও ১২১(খ) এ দেখানো হয়েছে ।

০৫। আপীল মামলার তথ্য

মামলা দায়ের

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৭৪১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪৮.০৩ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৭০০টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৩৬.৬৭ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৪১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১১.৩৭ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ১৫৪টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১২.৪২কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৯৫৯টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫৬.৬৭ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৬৬টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯.৩৯ কোটি টাকা।

মামলা নিষ্পন্ন

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৬৫টি আপীল মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে। নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৫৬.২৯ কোটি টাকা।এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলা ছিল ১০৪৮টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮৬.৫৬ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ছিল ৩৭টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬.৩৫ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৯৫৬টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৪৬.৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৮৬৯টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪২.৫৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ৮৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১০০.৬৩ কোটি টাকা।

অনিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ২৫৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪১.২৬ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২১৯টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩৬.৬৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৪৫টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১১.৩৬ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আপীল মামলা সংকান্ত তথ্য সারণী - ১২২ এ, কাস্টমস সংক্রান্ত আপীল মামলার তথ্য সারণী - ১২২(ক) এ এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আপীল মামলার তথ্য সারণী - ১২২(খ) এ দেখানো হয়েছে।

০৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরোক্ষ কর সম্পর্কিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে শুল্ক, আবগারি ও মূসক ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একাডেমীর নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম হিসেবে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এ ৩০২ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া Need Based Training on VAT & SD, WCO Workshop on E-Learning Platform Installation and Training Policy কোর্সে ১৪৪ জন সহকারী কমিশনার, রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৭। সারচার্জ আদায়

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে আহরণকৃত স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ ও আমদানি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে মোবাইল সেট আমদানির উপর সারচার্জ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে তামাকজাত পণ্য আমদানির উপর সারচার্জ বিবরণী সারণী - ১২৪(ক) ও সারণী - ১২৪(খ) এ দেখানো হয়েছে।

০৮। **ADR সংক্রান্ত**

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশনারেটের ADR বিবরণী সারণী - ১২৫ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ADR এ গৃহীত মামলার সংখ্যা ৫১ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৯ টি। উক্ত বছরে ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৫১৬৮৯৯ হাজার টাকা অর্থাৎ ১৫১.৬৯ কোটি টাকা।

০৯। ECR/POS সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের অধীন ডিভিশন ও সার্কেল সংখ্যা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীনে বিভিন্ন ডিভিশনে ব্যবহারকারী **ECR/POS** - এর সংখ্যা ও তা থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীন মোট ডিভিশন ও সার্কেল এর সংখ্যা যথাক্রমে সারণী - ১২৬ ও সারণী - ১২৭ তে দেখানো হয়েছে।